ভাবনায় পরকাল

বই :	**ভাবনায় পরকাল**
লেখক :	মোরশেদা কাইয়ুমী
প্রকাশনায়:	রাইয়ান প্রকাশন

ভাবনায় পরকাল

মোরশেদা কাইয়ুমী

সম্পাদনা
মারইয়াম শারমিন

বানান ও ভাষারীতি
মুহাম্মাদ সাজেদুল ইসলাম

রাইয়ান প্রকাশন

ভাবনায় পরকাল

প্রথম প্রকাশ

মার্চ ২০২২

© **গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত**

ইমেইল

raiyaanprokashon@gmail.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মার্জিন সলিউশন, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবা:০১৭৫৯৮৭৭৯৯

প্রচ্ছদ

মাসুদ হোসাইন

অঙ্গসজ্জা

সাবেত চৌধুরী

মুদ্রিত মূল্য: ১৭৫/-

Bhabnay Porokal

Published By: Raiyaan Prokashon

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরিউক্ত শর্তাবলির লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ

নাযরানা

১. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে।

প্রিয় রব! নিজেকে যখন খুব অসহায় লাগে, চারপাশের পরিবেশটা যখন অচেনা লাগে তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবি আপনিতো আছেন আমার সাথে। আপনার প্রতি এই ভরসা আমাকে নতুনভাবে জাগিয়ে তোলে।

> "নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্য"(সূরা আনআম ৬ : ১৬২)

২. প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। পৃথিবীর এই স্বার্থপর মানুষগুলোর আঘাতে যখনই মনে হয় পৃথিবীটা আমার নয়। তখনই একটা স্নেহ ভালোবাসা মাখা হাতের স্পর্শ অনুভব করি মাথায় নিজের অজান্তেই। প্রিয় রাসূলের ﷺ প্রতি ভালোবাসায় মনটা ভরে উঠে আবারো। যিনি কিনা আমাকে সেই চৌদ্দশত বছর পূর্বেই ভালোবেসে গেছেন। মনে হয় আমার অনেক কাজ বাকী। আমাকে এই ঘুমন্ত উম্মাহকে জাগাতে কিছুটা হলেও কাজ করে যেতে হবে।

৩. প্রিয় বাবা ও মা।

যাদের ভালোবাসায় এই পৃথিবীটা কিছুটা হলেও মায়াময় লাগে। কিছুটা হলেও বাসযোগ্য লাগে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার বাবাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসী করুন। আর আমার মাকে হায়াতে তাইয়্যেবাহ দান করুন। প্রিয় রব, আমার মাকে হায়াতে তাইয়্যেবাহ দান কোরো। আমাকে তাঁর আগে তোমার কাছে ডেকে নিও। আমীন।

লেখিকার অভিব্যক্তি

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি—আমাকে উম্মাহর জাগরণমূলক বইটি লিখার তাওফিক দেওয়ার জন্য। সেই সাথে প্রিয় রাসূল ﷺ এর প্রতি রইল লাখো কোটি সালাম ও দরুদ।

চৌদ্দশ বছর আগের সেই ঘোর কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশই যেন বিরাজ করছে চারিদিকে। দিন দিন চারপাশটা কেমন অদ্ভুত আঁধারে ঢেকে যাচ্ছে। আজকালকার যুবকদের দিকে তাকালে কেমন যেন হতাশা-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ওঠে অন্তরটা। এক একজন এমনভাবে পাপের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, যেন এটাই তাদের শেষ জীবন। এসব দেখে মনে মনে দৃঢ় একটা সংকল্প নিই—মৃত্যু থেকে পরকাল অব্দি পুরো যাত্রাটাকে পাঠকের ভাবনায় তুলে আনব।

বইটা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছিল—সবটা যেন চোখের সামনে ভাসছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে জাহান্নামের বর্ণনা, পানীয়, খাদ্য, শাস্তি লিখতে গিয়ে বারবার যেমন ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিলাম। তেমনি জান্নাতের নিয়ামতের বর্ণনা দিতে গিয়ে মনে হচ্ছিল সবুজের সেই গালিচায় আমি হাঁটছি, দুধের সেই ঝর্ণার ধ্বনিতে বিমোহিত হচ্ছি। প্রতিটা নিয়ামতের বর্ণনা এমনভাবে দেওয়া হয়েছে, পড়ে আপনারও মনে হবে সবকিছু যেন চোখের সামনেই। ভাবনায় ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝে আপনি হোঁচট খাবেন—নিজের পাপের বিশাল ফর্দ দেখে। দিনশেষে আমলের প্রতি অদ্ভুত এক মায়াময় ভালোবাসার জন্ম নেবে ইন শা আল্লাহ। বইটা যেদিন লেখা শেষ করলাম, মনে হচ্ছিল আমি যেন এইমাত্র জেগে উঠলাম—আবার নতুনভাবে বাঁচার জন্য। নূরের পুঁজি সংগ্রহ করার একটা উদ্যোম তৈরি হলো ভেতরে আলহামদুলিল্লাহ।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমার! আপনাদের কাছে করজোড়ে মিনতি করে কিছুটা সময় চেয়ে নিচ্ছি। অনেক তো ভাবলেন দুনিয়ার ক্যারিয়ার নিয়ে। আজ না হয় খানিকটা

সময়, আপনার ভাবনায় কেবল পরকাল থাকুক। ভেবে দেখুন, কীসে আপনার প্রকৃত সফলতা। তারপর না হয় আবার আপনার পথেই ফিরে গেলেন।

ইয়া রাব্বুল আলামীন! আমাদের এই ঘুমন্ত উম্মাহকে জাগ্রত করার ছোট্ট প্রয়াসকে আপনি কবুল করুন। এই বইয়ের যাবতীয় ভুলের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। "ভাবনায় পরকাল" বইটিকে সমস্ত মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দিন। আমাদের ঈমান, আমল, আখলাক ও জ্ঞানে বারাকাহ দান করুন। প্রিয় রাসূল ﷺ কে সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থানে অধিষ্ঠিত করুন। রাসূল ﷺ এর প্রতিবেশি হিসেবে আমাকে, দুনিয়ায় ও আখিরাতে কবুল করে নিন। আমীন।

বইটি লেখার ব্যাপারে যারা আমাকে উৎসাহ দিয়েছে, তাদেরকেও কবুল করে নিন। জান্নাতের সাথী বানিয়ে দিন আমাদের সবাইকে। আমীন ইয়া রাব্বুল আলামীন।

মোরশেদা কাইয়ুমী।
মীরসরাই,চট্টগ্রাম।
১৪৪৩ হিজরী,১৯ রজব।
২১ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইং।

এক পলকে...

মৃত্যু: জীবনতরির নোঙর ৯

ঈমানি মৃত্যু নতুবা... ..... ১৯

অনন্তের পথে রুহের যাত্রা ২৭

কবর: এক নতুন আবাসস্থল ৩০

কিয়ামত: এক ভয়ংকর সত্য ৪৩

হাশরের ধূ ধূ প্রান্তর..... ৫০

আরশের শীতল ছায়া ৫৬

হিসাব-নিকাশের আয়োজন ৬১

জবাবদিহিতার মুখে ৬৫

আমলনামা হস্তান্তর..... ৬৭

পুলসিরাতের আদ্যোপান্ত..... ৭৯

কানতারা সেতু এবং বান্দার হক ৯১

চূড়ান্ত ফয়সালার আগে..... ৯৩

জাহান্নামের হাল হাকিকত..... ৯৫

অনন্ত সুখের বাগিচা ১০৭

মৃত্যু: জীবনতরির নোঙর

জন্মের পর থেকেই প্রতিটি মানুষ নিজের জীবন নিয়ে বেঘোরে মেতে থাকে। অবস্থা এতটাই টালমাটাল যে, মৃত্যু তথা জীবনের অন্তিমকাল নিয়ে ভাবার ফুরসতটুকুও পায় না। নিশিদিনের ভাবনা কেবলই—ক্যারিয়ার, সন্তান আর পরিবারের ভবিষ্যৎ। যেখানে মানবজাতির কাছে সফলতার মানে—দুনিয়ার বুকে নিজের আর সন্তানের ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ অবস্থান, সেখানে পরকালীন ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবনার ফুরসত কোথায়! মহীয়ান আল্লাহ এই শ্রেণির লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

> "কিন্তু তারা দুনিয়ার জীবন নিয়েই আনন্দিত। অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন অতি নগণ্য।" [১]

মৃত্যু—একটি সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। পৃথিবীর প্রত্যেকটা জিনিসেরই হেরফের হতে পারে। কিন্তু মৃত্যু অমোঘ; সুনির্ধারিত। অথচ দুনিয়ায় আমাদের জীবনযাপন দেখে মনেই হয় না আমরা একদিন মৃত্যুবরণ করব। ব্যাপারটা নিয়ে আসলেই আমাদের ভাবা উচিত না? না কি আমরা ভুলে গেছি সর্বশক্তিমান আল্লাহর সেই বাণী—

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

> "প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অবশ্যই কিয়ামতের দিন তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। সুতরাং, যাকে জাহান্নাম

[১] সূরা রাদ: ২৬

থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলকাম। দুনিয়ার জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।" [২]

আয়াতটি থেকে কী বুঝলেন?
প্রথমত, আপনাকেও একদিন মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে।
দ্বিতীয়ত, আপনাকে আপনার প্রতিটি কর্মের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবেই দেওয়া হবে।

তৃতীয়ত, একজন মুসলিম হিসেবে আপনার সফলতা তখনই আসবে, যখন জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই দিয়ে আপনাকে সুসজ্জিত জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

যখন একজন মানুষের মনে ঠাঁই হয় স্রেফ দুনিয়াবি জীবনের চিন্তাভাবনা, তখন সে খুব সহজেই শয়তানের ফিতনায় পড়ে যায়। এমনকি, কারো মনে মৃত্যুভয় কাজ না করলে সে আখিরাত নিয়েও থাকে পুরোপুরি উদাসীন। শয়তান তখন মোক্ষম একটা সুযোগ পেয়ে বসে। মানুষটাকে নানাবিধ পাপ কাজে মাতিয়ে রাখে সারাদিন। অথচ শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে এটাই চায়—মানুষ তাকে অনুসরণ করে জাহান্নামের বাসিন্দা হোক। এজন্য, সে আমাদের সামনে-পেছনে, ডান-বাম দিক থেকে লাগাতার কানপড়া দিতে থাকে। যার ফলে আমরা প্রতি পদে পদে তার ধোঁকায় পড়ি। শয়তান সবাইকে একই তরিকায় ধোঁকায় ফেলে তা কিন্তু নয়। প্রতিটি মানুষের জন্য থাকে ভিন্ন ভিন্ন চাল। বহু বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আপনাকে, আমাকে তার দলে টেনে, দল ভারী করতে ব্যস্ত সে। কাজেই, শয়তানের ফিতনায় পড়ে নিজেকে নিঃশেষ করার আগেই আমাদের বিশদভাবে জানতে হবে—নিশ্চিত ভবিষ্যৎ তথা মৃত্যু সম্পর্কে।

যদি আপনি একজন মুমিন হন, আপনার মনে সত্যিকারভাবেই আল্লাহভীতি কাজ করে, মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে থাকেন সদা উদ্বিগ্ন—তবে শয়তান আপনাকে এত সহজে কাবু করতে পারবে না।

শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে কোনো পাপে পা বাড়ালেও আপনি এই ভেবে থমকে যাবেন—যদি এই মুহূর্তে মৃত্যু এসে যায়? এই পাপ নিয়ে কোন মুখে রবের সামনে দাঁড়াব? আমার আখিরাত তো একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে। জাহান্নামের ভয়াবহ

[২] সূরা আল ইমরান: ১৮৫

আগুনে যদি নিক্ষিপ্ত হই? এসব ভেবে সাথে সাথেই আপনি তাওবা করবেন, অনুতপ্ত হৃদয়ে ফিরে আসবেন ইন শা আল্লাহ।

কিন্তু, এমনটা কখন সম্ভব হবে জানেন?

যখন আপনি জানতে পারবেন—মৃত্যুর ভয়াবহতা কী? মৃত্যুর পরের জীবনটা কেমন? তখন যে কোনো পাপ কাজের শুরুতেই আপনার মস্তিষ্ক এসব নিয়ে ভাবতে থাকবে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত মৃত্যুর পরবর্তী জীবনটা সম্পর্কে জানা এবং প্রিয়জনদেরকেও জানানো।

আপনি জানেন, আপনার-আমার জান কবজকারী সেই ফেরেশতাকেও একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে? সেদিন আল্লাহ তায়ালার এই আয়াতের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হবে,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

"প্রত্যেকটা প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।" [৩]

আসুন তবে, সংক্ষেপে ও সহজ ভাষায় জেনে নিই আমাদের দ্বিতীয় জীবন সম্পর্কে। অবগত হই—এই অনন্ত যাত্রার শেষ কোথায়। কোন দিকে আমাদের গন্তব্য। কীসে আমাদের সফলতা।

মৃত্যু কী?

মৃত্যু জিনিসটা আসলে কী? এটি চোখে দেখা যায়? কাউকে কখনো বলতে শুনেছেন—আমি আজরাইলকে দেখেছি? কিংবা মৃত্যুর সাক্ষাৎ পেয়েছি? মৃত্যু আদতে একটা শব্দ। যা শুনলেই আমাদের চোখের পাতায় ভেসে ওঠে যন্ত্রণায় ছটফট করা কিছু মুখ।

মৃত্যু এক কঠিন ও ভয়ংকর বাস্তবতা। এটা জানার পরও, আমরা কেন যেন মৃত্যু নিয়ে খুব একটা ভাবতে চাই না। মৃত্যু বলতে সত্যিকার অর্থেই কী বোঝায়—প্রশ্নটা যতটা সহজ, উত্তরটা ঠিক ততটাই কঠিন। আসুন তবে, সেই কঠিন জবাবটাই খানিকটা জানার চেষ্টা করি।

---

[৩] সূরা আন কাবুত: ৫৭

ইসলামি পরিভাষায় মৃত্যু

ইসলামি পরিভাষায় মৃত্যু মানে পরবর্তী জীবন তথা আখিরাতের সূচনা। জাগতিক দেহ থেকে আত্মার পৃথকীকরণ এবং একই সাথে জাগতিক দুনিয়া থেকে অনন্ত আখিরাতের পথে যাত্রার নাম মৃত্যু। মুমিনের জন্য আখিরাতই হলো আসল জীবন। কেননা, একজন মুমিন বিশ্বাস করে দুনিয়া একটা মুসাফিরখানা। এখানে সে ক্ষণিকের অতিথি মাত্র। সেজন্য দুনিয়াবি আরাম-আয়েশ নিয়ে একজন মুমিন কখনই আফসোস করে না, আল্লাহর কাছে অভিযোগ করে না। কারণ সে জানে, পরকালীন জীবনে তার জন্য অপেক্ষা করছে অফুরন্ত নিয়ামতরাজি সমৃদ্ধ এক জীবন—যার কোনো বিনাশ নেই।

চিকিৎসা শাস্ত্রে মৃত্যু

হৃদযন্ত্র, ফুসফুস এবং মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করে, চিকিৎসকরা একজন ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করেন। কিন্তু, ঠিক কখন চূড়ান্ত বা সামগ্রিক মৃত্যু (সোমাটিক ডেথ) ঘটে, তার উত্তর চিকিৎসকদের অজানা।

জীববিজ্ঞানের ভাষায় মৃত্যু

জীববিজ্ঞানের ভাষায় বললে, মৃত্যুর কোনো সুনির্দিষ্ট একক মুহূর্ত নেই। মৃত্যুকালে একজন মানুষ, ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি ছোট ছোট মৃত্যুর ভেতর দিয়ে যায়। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন টিস্যু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিস্তেজ হয়।

বর্তমানে মৃত্যু ভাবনা

আমরা জানি মৃত্যু এক অলঙ্ঘনীয় ভবিষ্যৎ। তবু আমরা স্রেফ জীবন নিয়ে ভাবতে পছন্দ করি।

এক নিঃশ্বাসের দূরত্বে মৃত্যু থাকলেও আমরা তা নিয়ে ভাবতে রাজি না। কেমন যেন মৃত্যু শব্দটাকে এড়িয়ে চলতে পারলেই যেন বাঁচি। এর একটা কারণ হতে পারে, ভয়। কিন্তু যা নিশ্চিত ঘটবেই, ভয় পেয়ে তাকে ভুলে না থেকে, বরং ভয়টাকে জয় করার চেষ্টা করা উচিত। তাই না?

করোনা ভাইরাসের সময়টাই ধরুন। যেখানে প্রতি সেকেন্ডে লাশের মিছিল কেবল বেড়েই চলেছে, সেখানেও আমরা ভাবছি এই সময়টা পার করতে পারলে ভবিষ্যতে কী

করব! অনেকে আবার এসব নিয়ে পোস্টও লিখছে বিশাল বিশাল। যেন তারা একেবারে নিশ্চিত, মৃত্যু তাদের স্পর্শ করবে না। স্রেফ হাতে গোনা কয়েকজনই বলছে—এই আজাব থেকে মুক্তি পেলে আমরা রাহমানের কৃতজ্ঞ বান্দা-বান্দি হয়ে থাকব।

আফসোস, এখনো আমাদের ভেতরে বোধ জাগছে না। এখনো আমরা ভাবছি না মৃত্যুর পরের জীবনে আমাদের হালত কী হবে। দুনিয়ায় কাটানো জীবনটার জন্য আল্লাহর কাছে কী জবাবদিহি করব? এসব আমরা বুঝেও না বোঝার ভান করছি। জীবনকে উপভোগ করছি শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে।

খুব কাছ থেকে আপন কারো মৃত্যু দেখলে, কেউ কেউ হয়তো অতীতের সমস্ত পাপ ছেড়ে মহান রবের কাছে ফিরে আসে। তবে কাউকে আবার খুব একটা নাড়া দেয় না এসব মৃত্যু-টৃত্যু! চোখের সামনে তিলে তিলে মরতে থাকা মানুষটার জন্য হয়তো খানিকক্ষণ কান্না করে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভুলে যায় সবটা। ফিরে যায় আবার সেই আগের জীবনে।

আমার খুব কাছ থেকে দেখা। মৃত ব্যক্তির জানাজা পড়ল, কবর দিল। অথচ পরের ওয়াক্তের ফরজ নামাজটা আর পড়ল না। বাসার দিকে হাঁটা দিয়েছে দেখে কবরস্থানের অনেকেই বলেছিল নামাজটা পড়ে যেতে। কিন্তু সে এসবের থোড়াই পরোয়া করে! এই মানুষগুলোর মন কতটা কঠিন হয়ে গেছে ভাবতেই অবাক লাগে। এদের অন্তরে কি তবে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন? আল্লাহুম্মাগফিরলি।

স্রেফ কিছুক্ষণের জন্যও যদি আমরা মৃত্যু নিয়ে ভাবতে পারতাম, তাহলে আমাদের জীবনের গতিই পালটে যেত। মৃত্যু নিয়ে আমরা যাও একটু ভাবার চেষ্টা করি, সেটা অনেকটা এরকম—

- আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তানদের কী হবে?
- আমার বউ কি আবার বিয়ে করবে?
- আমার সহায়-সম্পত্তি নিয়ে কি ঝামেলা হবে?
- ইস! এত কষ্ট করে এত দামি মোবাইল, গাড়ি কিনলাম। কে নিয়ে যাবে এসব?
- আমার বৃদ্ধা মা কার কাছে থাকবে?

আফসোস! মৃত্যুর পর আমার কী হবে—এই ভাবনাটুকু ভুলেও যেন মাথায় আসে না। অথচ এটা নিয়েই সবার আগে চিন্তা করা উচিত ছিল।

মৃত্যু যখন নিকটে

মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে কিছু মানুষ কী করবে জানেন? উত্তরটা মহান আল্লাহ কুরআনে আমাদের জানিয়েছেন—

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ.

> "যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু চলে আসে, তখন তারা আফসোস করে, 'ও রব! আমাকে ফেরত যেতে দিন! আমি যে ভালো কাজগুলো ছেড়ে এসেছি, সেগুলো যেন কিছু করে আসতে পারি।'[৪]

কী মনে হয়? এদের এমন কাকুতি-মিনতি শুনে আজরাইল ফেরেশতা ফিরে যাবে? কখনই না। মৃত্যু যথা সময়েই আসবে। হাজার আকুতি-মিনতি করেও ফায়দা বিশেষ হবে না। কেননা কুরআনে আছে—

وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

> "প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকেই অবকাশ দিবেন না। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।" [৫]

কেমন হবে মৃত্যুযন্ত্রণা?

মৃত্যু নিয়ে আমাদের যেমন ভাবনা নেই খুব একটা। তেমনি মৃত্যুযন্ত্রণা নিয়েও খুব বেশি মাথা ব্যথা দেখি না কারো। কিছু মানুষকে দেখে মনে হয় অনেক বড় ওলি-আউলিয়া। যেন সৃষ্টিকর্তার সাথে তার ফয়সালা হয়ে গেছে যে সে মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না।

কেউ আবার ধরে নিয়েছে, মৃত্যুই হলো জীবনের সকল যন্ত্রণার অবসায়ন। সামান্য একটু দুঃখ-কষ্টের আঁচ লাগলেই ভাবে—আহা, আমার মৃত্যু কেন হয় না?

---

[৪] সূরা আল মুমিনুন: ৯৯-১০০

[৫] সূরা মুনাফিকুন: ১১

ভাবখানা এমন যেন মৃত্যুই সকল কষ্টের পরিসমাপ্তি। মৃত্যু মানেই সব শেষ! আল্লাহুম্মাগফিরলি।

অথচ তারা একবারও ভেবে দেখে না, মৃত্যুযন্ত্রণার কাছে এসব তুচ্ছ দুঃখ-কষ্ট কিছুই না। মৃত্যুযন্ত্রণা কতটা ভয়ংকর, সেটা মৃত্যু পথযাত্রী ছাড়া আর কেউ অনুভব করতে পারবে না।

পবিত্র কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে—

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ

"যদি তুমি দেখতে, যখন জালিমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করবে এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে, 'তোমাদের প্রাণ বের করো'।" [৬]

সূরা কিয়ামাহর ২৬-২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ.

"কখনই নয়, প্রাণ যখন কণ্ঠে এসে পৌঁছাবে, আর বলা হবে, 'কে তোমাকে রক্ষা করবে?' তখন তার মনে হবে, বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে।"

অন্য আয়াতে আছে—

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ.

"আর যদি তুমি দেখতে, যখন ফেরেশতারা কাফিরদের প্রাণ হরণ করছিল তাদের চেহারায় ও পশ্চাতে আঘাত করে, আর (বলছিল), 'তোমরা জ্বলন্ত আগুনের আজাব আস্বাদন করো'।" [৭]

---

[৬] সূরা আনআম: ৯৩

[৭] সূরা আনফাল: ৫০

জান কবজের প্রক্রিয়াটা ইমাম গাজালি রাহি. খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তার মতে, "রুহ কবজের প্রক্রিয়া ব্যক্তির পায়ের দিক থেকে শুরু হয়ে অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে পায়ের রুহ, এরপর পায়ের কবজি বা গোছা, তারপর উরুদেশ এবং অবশেষে বুকের মধ্যে এসে রুহ আটকে যায়। তখন মানুষের বাকশক্তি লোপ পায়। এরপর রুহ গিয়ে পৌঁছে কণ্ঠনালিতে। তখন মৃতপ্রায় ব্যক্তি কোনো কিছু দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না।"

নিজেকে ঐ অবস্থায় একটিবার কল্পনা করুন তো। ক্রমশ পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাচ্ছে। আপনার রুহ এসে আটকে আছে কণ্ঠনালীতে। গলা দিয়ে গড় গড় শব্দ হচ্ছে কেবল। আপনার মনে হচ্ছে শরীরের ভেতরে যেন একটা কাঁটাযুক্ত গাছ ঢুকানো আছে। কেউ একজন টেনেহিঁচড়ে বের করছে সেটা। শরীরে গোশতগুলো যেন ঐ কাঁটার সঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আপনি যখন মৃত্যুযন্ত্রণা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন, ঠিক তখনই আপনার এক পাশে শয়তান এসে উপস্থিত। সে আপনার ঈমান কেড়ে নিতে চায়। কিছুতেই সে আপনাকে কালেমা পড়ে মরতে দিবে না। আপনার অন্য পাশে আছে মৃত্যুর ফেরেশতা। আপনি পারবেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই ভয়াবহ মৃত্যুযন্ত্রণা নিয়ে শয়তানের সাথে যুদ্ধ করতে? পারবেন নিজের ঈমানটা সহিহ-সালামত রেখে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে?

অসম্ভব কিছু মনে হচ্ছে, তাই না? এমনটা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন আপনি গাফুরুর রাহিমের প্রিয় বান্দা অথবা বান্দি হবেন। যখন আপনি প্রতিটা মুহূর্ত আপনার মনকে রবের সাথে যুক্ত রাখবেন, যখন প্রতিটা পাপ কাজের শুরুতে তাঁর ভয়ে থমকে যাবেন—তখন তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। সব সহজ হয়ে যাবে আপনার জন্য। একটা মিষ্টি হাসি ঠোঁটে নিয়ে আপনার জীবনের শেষ হবে তখন।

এ কারণেই আল্লাহ কুরআনে বলেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে সেভাবে ভয় করো; যেভাবে ভয় করা উচিত। এবং অবশ্যই (সাবধান) মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" [৮]

[৮] সূরা আল ইমরান: ১০২

মুসা আ. এর মৃত্যুযন্ত্রণা

মুসা আ. এর রুহ যখন আল্লাহর দরবারে হাজির করা হয়, তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করেন—কী হে মুসা! মৃত্যুযন্ত্রণা কেমন লাগে?

উত্তরে মুসা আ. বললেন—একটি জীবন্ত পাখিকে উত্তপ্ত পানির ডেকচিতে ফেললে যেমন লাগে, আমার ঠিক তেমন অনুভূতি হয়েছে।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, মুসা আ. আল্লাহর প্রশ্নের জবাবে বলেন—কোনো কসাই যদি একটা জীবন্ত বকরির চামড়া ছিলে নেয়, তাহলে ঐ বকরিটার যেমন অনুভূতি হবে, আমারও ঠিক সেরকম অনুভূতিই হয়েছে।

আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়, মুসা আ. উত্তরে বলেছেন—হে পরওয়ারদিগারে আলম! পশম ও তুলোর মধ্যে অনেকগুলো কাঁটা বিধলে সে কাঁটাগুলো তোলার সময় যে ধরনের কষ্ট হয়, মৃত্যুর স্বাদ অনেকটা সেরকমই। (ইয়াহইয়াউল উলুমুদ্দিন, ইমাম গাজলি)

শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. হতে বর্ণিত আছে, করাত দিয়ে চিড়লে বা কাঁচি দিয়ে চামড়া ছিললে কিংবা কাউকে গরম পানির পাতিলায় নিক্ষেপ করলেও সে পরিমাণ কষ্ট হবে না, যে পরিমাণ কষ্ট মৃত্যুর সময় অনুভূত হবে।[৯]

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুযন্ত্রণা

আমরা সবাই জানি, রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। কিন্তু তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা কেমন ছিল, সেটা আমরা কজন জানি? আসুন তবে জেনে নেওয়া যাক।

প্রিয় নবী ﷺ এর যখন মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলো, তখন তিনি স্ত্রী আয়িশা রা. এর বুকে ও কাঁধে ঠেস দিয়ে বসা ছিলেন। সামনে রাখা একটা পানির পাত্রে হাত দিয়ে বারবার তিনি মুখ ধুতে থাকেন আর বলেন, 'হে আল্লাহ, মৃত্যুযন্ত্রণা আসান করো।' এটা শুনে ফাতিমা রা. বলেন, 'বাবা আপনার কত কষ্ট!' জবাবে রাসূল ﷺ বলেন, 'আজকের পর থেকে তোমার বাবার আর কোনো কষ্ট নেই।'

[৯] ইয়াহইয়াউল উলুমুদ্দিন, ৩৯৪/৪

এমন সময় আয়িশা রা. এর ভাই আব্দুর রহমান রা. সেখানে উপস্থিত হন। তার হাতে থাকা কাঁচা মিসওয়াকের দিকে নবীজির দৃষ্টি গেল। আয়িশা রা. বলেন, 'আমি তাঁর আগ্রহ বুঝতে পেরে তাঁর অনুমতি নিয়ে মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে তাঁকে দিলাম। তখন তিনি সুন্দরভাবে মিসওয়াক করলেন ও পাশে রাখা পাত্রে হাত ডুবিয়ে (কুলিসহ) মুখ ধুলেন।'

এসময় রাসূল ﷺ বলতে থাকেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যুর রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাসমূহ।' তারপর ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে হাত কিংবা আঙুল উঁচিয়ে তিনি বলতে থাকলেন, '(হে আল্লাহ) নবীরা, সিদ্দিকরা, শহিদরা এবং নেককার ব্যক্তিরা—যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ, আমাকে তাদের সাথি করে নাও। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে ক্ষমা করো ও দয়া করো এবং আমাকে আমার সর্বোচ্চ বন্ধুর সাথে মিলিত করো। হে আল্লাহ, তুমিই আমার সর্বোচ্চ বন্ধু!'

আয়িশা রা. বলেন, 'শেষের কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। এরপর তাঁর হাত এলিয়ে পড়ল ও দৃষ্টি নিথর হয়ে গেল। অবশেষে তিনি সর্বোচ্চ বন্ধুর সাথে মিলিত হলেন।'

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব যদি বলেন মৃত্যুযন্ত্রণা কঠিন, তাহলে ভাবুন তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণা কেমন হবে?

ঈমানি মৃত্যু নতুবা...

এক কঠিন যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তো আপনার মৃত্যু হলো। কিন্তু এরপর কী হবে? মৃত্যুর মাধ্যমেই মূলত আমরা প্রবেশ করি আখিরাতের জগতে তথা আমাদের দ্বিতীয় জীবনে। সবার মৃত্যুযন্ত্রণা যে সমান হয়, তা কিন্তু নয়। কারো মৃত্যুযন্ত্রণা মনে হয় ঠিক যেন একটা পিঁপড়ের কামড়। এটা আদতে ভাগ্যের ব্যাপার। মুত্তাকি, মুমিন ছাড়া কারো এই সৌভাগ্য হয় না। তবে আমরা বলতে পারি, যে ব্যক্তি কালেমা পাঠ করে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে যাবে। সে-ই সফলকাম ইন শা আল্লাহ। কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

> "যার শেষ বাক্য হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [১০]

অপরদিকে, যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে ছাড় দিবে, খোদ দ্বীনই তাকে ছেড়ে দিবে। কেউ যদি এমনটা ভেবে থাকে যে এখনো অনেক সময় আছে। এখন ফুর্তি করে নিই। মৃত্যুর আগে তাওবা করে নিব। তবে সে বোকার স্বর্গে বাস করছে। এই সুযোগ সে কখনো পাবে না। একজন ব্যক্তি তা-ই নিয়েই মৃত্যুবরণ করবে, যা-তে সে মজে ছিল। মৃত্যুকালে তাকে যখন কালেমা পড়তে বলা হবে, তখন সে এদিক-সেদিক মাথা নাড়বে। কারণ, মানুষের জীবনের শেষ মুহূর্তে শয়তান এসে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে তার ঈমান কেড়ে নিতে। বাদ যায় না মুমিন বান্দারাও। কিন্তু মুমিনের ঈমানের জোরের সাথে শয়তান পেরে উঠতে পারে না।

[১০] সুনানে আবু দাউদ : ৩১৩৬

বারসিসার কাহিনি যাদের জানা আছে, তারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন শয়তান তাকে দিয়ে কী করিয়েছিল। এ যেন বর্তমান যুবকদেরই প্রতিচ্ছবি। আল্লাহুম্মাগফিরলি। কেউ কেউ একাকী যা-ও একটু আমলের দিকে মনোযোগ দেয়, কিন্তু বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ভাবে—কিছুটা ফুর্তি করে নিই। বাসায় গিয়ে ঠিক নামাজ পড়ে নিব। কিন্তু আদতেই কয়জন নামাজটা পড়ে, সেটা চিন্তার বিষয়।

সেজন্যই যুবকদের উচিত বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক থাকা। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন—

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

> "মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের (ধর্ম ও চরিত্র) অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের লক্ষ রাখা উচিত কার সাথে বন্ধুত্ব করছ।" [১১]

দাবা, কার্ড, লুডুসহ যাবতীয় খেলায় যে নেশার মতো ডুবে থাকবে, মৃত্যুকালেও সে এগুলোই প্রলাপ বকবে। যতই তাকে কালেমা পড়তে বলা হোক না কেন, সে তা পড়তে পারবে না। যে ব্যক্তি পুতুল সাজানোর খেলায় মেতে থেকে মূল্যবান সময় নষ্ট করে, সেই পুতুলই না তাকে মৃত্যুকালে ঈমানহারা করতে এসে যায়। তেমনি একজন সুদখোর হাতের আঙুলে সুদের হিসাব করতে করতে মারা যাবে। যে প্রেমিক প্রেমের নেশায় ডুবে আল্লাহকে ভুলে আছে, সেও মৃত্যুকালে প্রেমিকার নাম জপতে থাকবে। তাওবা না করলে তার কপালে কালেমা নসিব হবে না। আবার এমনো আছে, কোনো কোনো পাপী, বেনামাজি ব্যক্তি তাওবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে এসেছে। যার কারণে তারা ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য অর্জন করে। আলহামদুলিল্লাহ।

গোপন পাপের ভয়ংকর পরিণতি

গোপন পাপের পরিণতি কতটা ভয়ংকর হতে পারে, তার ধারণা দেওয়ার জন্য আমি আপনাদের একটা সত্য ঘটনা বলি।

একবার এক যুবক কাবা ঘরের দরজা ধরে কেঁদে কেঁদে বলছিল—ইয়া গাফুফুর রাহিম! আমাকে ঈমানহারা করে মৃত্যু দিও না।

---

[১১] আবু দাউদ: ৪৮৩৩

এইভাবে সে অনবরত কেঁদেই যাচ্ছিল। পাশে থাকা এক শাইখ তাকে জিজ্ঞেস করল—ভাই, ব্যাপার কী! আপনি এইভাবে কাঁদছেন কেন?

জবাবে সে বলল—আমার ভাই একটা মসজিদের মুয়াজ্জিন ছিল। কখনো সে এক ওয়াক্ত নামাজও কাজা করেনি। কিন্তু তার একটা বদঅভ্যাস ছিল। সে লুকিয়ে লুকিয়ে মহিলাদের গোসল করার দৃশ্য দেখত। মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তাকে আমরা কালেমা পড়তে বললাম। কালেমা না পড়ে সে উল্টো বলল, আমি আল্লাহ এবং কুরআনকে অস্বীকার করছি। (নাউজুবিল্লাহ)। এ অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়—ঈমানহারা হয়ে, ভয়াবহ মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে।

ঘটনাটা থেকে আপনি কী বুঝলেন? গোপন পাপ কতটা ভয়ংকর এবার নিশ্চয়ই কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছেন? পাক্কা ঈমানদার বলে পরিচিত ব্যক্তিও, তার গোপন পাপের কারণে শেষ মুহূর্তে এসে ঈমানহারা হয়ে মৃত্যুবরণ করল।

তবে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। কারো মৃত্যুর মুহূর্ত উপস্থিত হলে তাকে বারবার কালেমা পড়ার জন্য জোর করা যাবে না। কারণ, তার অবস্থা তখন থাকে সঙ্গিন। একদিকে আজরাইল এসেছে জান কবজ করতে। অন্যদিকে শয়তান তার সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্ট করছে ঈমান কেড়ে নিতে। তাহলে সেই মুহূর্তে আমরা কী করব? তখন আমরা মৃত্যু পথযাত্রীর সামনে আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে পারি, আউজুবিল্লাহ পড়তে পারি। পাশাপাশি আল্লাহর কাছে দু'আ করতে পারি, যেন তিনি শয়তানকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন।

আমরা আরো একটা কাজ করতে পারি। ঐ ব্যক্তিকে শুনিয়ে জোরে জোরে কালেমা পড়তে পারি। যাতে তিনি নিজ থেকেই কালেমা পড়ে নিতে পারেন। কিন্তু তাকে বারবার তাগাদা দিব না। কারণ বারবার তাগাদা দেওয়ার ফলে, মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর লোকটা যদি বলে বসে—আমি কালেমা পড়ব না। আর সে অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়, তাহলে তো সব শেষ! ইন্নালিল্লাহ। এই একটা কারণই তার জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। তিনি কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন; ইন্নালিল্লাহ। কেননা, কথায় আছে—শেষ ভালো যার, সব ভালো তার।

আমরা মৃত্যু শয্যাশায়ী ব্যক্তির পাশে বসে দু'আ করব, যেন তার মৃত্যুযন্ত্রণা কম হয়। তাছাড়া আমাদের প্রত্যেকের উচিত প্রতি মুহূর্তে উত্তম মৃত্যুর জন্য দু'আ করা—

اللهم إني أسألك حسن الخاتمة

"হে আল্লাহ, আমাদেরকে উত্তম মৃত্যু দান করুন।"

বাঁচার আশা না থাকলে আমরা এই দু'আ পড়তে পারি—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ

"হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি রহম করো। আমাকে আমার বন্ধুর সঙ্গে মিলিয়ে দাও।" [১২]

চলমান ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়

বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির সহজলভ্যতার কারণে মানুষ খুব সহজেই নানান ফিতনায় জড়িয়ে পড়ছে। ছোট-বড় সবার হাতেই এখন মোবাইল ফোন! এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শয়তান কিশোর-কিশোরীদের এসবে আকৃষ্ট করে রাখে। এজন্য নাটক, সিনেমা, গান দেখে বড় হওয়া কিশোরদের মনে হারামের প্রতি খুব বেশি আকর্ষণ কাজ করে। ছেলেমেয়েরা আজকাল বিপরীত লিঙ্গের ওপর অহরহ ক্রাশ খাচ্ছে। সেটাকে আবার তারা গর্ব ও আনন্দের সাথে সবার সামনে বলে বেড়াচ্ছে, যেন এটা কোনো গুনাহই না।

ইদানীং বেশিরভাগ যুবক-যুবতী প্রেম নামক হারামে লিপ্ত। এছাড়া অশ্লীল ভিডিও দেখাটাও তাদের নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কেউ নাসিহা দিলে তারা রীতিমতো তেড়ে আসে। নাজেহাল করতেও ছাড়ে না। আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন প্লিজ!

প্রেম নামক হারামে জড়িত যুবক-যুবতীদের উদ্দেশ্যে বলছি—আপনারা হয়তো ভাবছেন প্রেম জিনিসটা পবিত্র। স্বর্গ থেকে আসে। অথচ ইসলাম একে জিনার সাথে তুলনা করেছে। নবীজি ﷺ এ ব্যাপারে বলেন,

[১২] সহিহুল বুখারি: ৪৪৪০

كَتَبَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ نَصِيْبَه مِنَ الزِّنَا، مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لَا مُحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرَ، وَالْأُذْنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعِ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامِ، وَالْيَدِ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخَطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوِىْ وَيَتَمَنّٰى، وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُه.

"মানুষ তার সমগ্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জিনা করে। দেখা হচ্ছে চোখের জিনা, ফুঁসলানো কণ্ঠের জিনা, তৃপ্তির সঙ্গে কথা শোনা কানের জিনা, হাত দিয়ে স্পর্শ করা হাতের জিনা, কোনো অবৈধ উদ্দেশ্যে পথচলা পায়ের জিনা। এভাবে ব্যভিচারের যাবতীয় ভূমিকা যখন পুরোপুরি পালিত হয়, তখন লজ্জাস্থান তার পূর্ণতা দান করে অথবা পূর্ণতা দান থেকে বিরত থাকে।" [১৩]

অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"(হে রাসূল, আপনি) মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে খবর রাখেন।"[১৪]

ঠিক পরের আয়াতেই নারীদের জন্যও একই নির্দেশনা রয়েছে—

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

[১৩] সহিহ মুসলিম : ২৬৫৭

[১৪] সূরা নূর: ৩০

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

> "(হে রাসূল, আপনি) ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং যৌনাঙ্গের হিফাজত করে। সাধারণত প্রকাশমান ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বুকের ওপরে ফেলে রাখে। এবং তারা যেন তাদের স্বামী, বাবা, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদি, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও (এমন) বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ছাড়া অন্য কারো কাছে সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। (এমনকি) তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণ না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" [১৫]

জাস্ট ফ্রেন্ড এর নামে যে মারামারি-হাতাহাতি চলে, সে ব্যাপারে কী বলা হয়েছে জানেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> "তোমাদের কারো মাথায় যদি লোহা দিয়ে আঘাত করা হয়, তবু এটা তার জন্য উত্তম—যে নারী তার জন্য বৈধ নয়, ঐ নারীকে স্পর্শ করার চেয়ে।" [১৬]

---

[১৫] সূরা নূর: ৩১

[১৬] সহিহুল জামে: ৪৯২১

অপর হাদিসে আছে—

> "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য কারো মাথায় লোহার পেরেক ঠুকে দেওয়া ঐ মহিলাকে স্পর্শ করা থেকে অনেক ভালো, যে তার জন্য হালাল নয়।" [১৭]

ভালোবাসা দিবসে রুম ডেটের নামে যে জিনা চলে সে ব্যাপারে ইসলামের হুকুম জানতে ইচ্ছে করে না? আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

"আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করার মতো পাপের পর, অবৈধভাবে কোনো মহিলার সঙ্গে সহবাস করার মতো বড় পাপ আর নেই।" (আহমাদ, তাবারানি)

ভাবতে পারেন, এর কারণে পরকালে আপনার জন্য কী ধরনের ভয়াবহ আজাব অপেক্ষা করছে? এত বড় পাপের পর ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করাও হয়তো আপনার নসিবে জুটবে না।

কাজেই নিজের ঈমান-আমল বাঁচাতে, পরকালের ভয়াবহতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এই দু'আটা পড়তে পারেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ، وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ

> "হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে খারাপ চরিত্র, অন্যায় কাজ এবং কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই।"[১৮]

বর্তমানে অনেকেই পর্ণ আসক্ত। কেউ কেউ আবার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু এখন শত চেষ্টা করেও ছাড়তে পারছেন না। তাদের জন্য নিচের দু'আটা—

---

[১৭] তাবারানি: ২০/২১২

[18] জামে তিরমিযি : ৩৫৯১

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই মন্দ কিছু শোনা থেকে, মন্দ কিছু দেখা থেকে, মন্দ কিছু বলা থেকে, আমার অন্তরের খারাবি থেকে এবং আমার দৈহিক খারাবি থেকে।[১৯]

আসুন আমরা আজ, এখন থেকেই যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপন পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখি। তাওবা করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করি নিজেকে। তবে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকা মানে এটা না যে একদম দুনিয়াদারি ছেড়ে বসে থাকবেন। আপনার কর্মব্যস্ততা যেমন চলবে, তেমনি থাকবে রবের সাথে অন্তরের সংযোগ। এমনটা যেন না হয়, আজরাইল আপনার সামনে উপস্থিত। আপনি তখনো কোনো না কোনো পাপে লিপ্ত। প্রতিটি মুহূর্তকেই যদি জীবনের শেষ মুহূর্ত ভাবতে পারেন, তবে আশা করা যায় আপনাকে দিয়ে শয়তান কোনো ধরনের পাপ কাজ করাতে পারবে না ইন শা আল্লাহ।

[১৯] আবু দাউদ ১৫৫১, তিরমিজি ৩৪৯২, নাসাই ৫৪৪৪, ৫৪৫৫।

অনন্তের পথে রুহের যাত্রা

আপনি যদি মুমিন হন, তবে মৃত্যুর সময় উজ্জ্বল চেহারার ফেরেশতারা আপনার সামনে হাজির হবে। তাদের সাথে থাকবে জান্নাতি কাপড় ও সুগন্ধি। আপনাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হবে। এরপর জান কবজকারী ফেরেশতা এসে আপনার রুহকে দেহ থেকে বের হয়ে আসার আহ্বান জানাবে। বলা হবে—হে পবিত্র আত্মা, রবের সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে এসো। আপনার রুহ খুব সহজেই দেহ থেকে বেরিয়ে আসবে। পানির মশক থেকে পানি বের হওয়ার মতো।

আজরাইল ফেরেশতার কাছে খুব অল্প সময়ই রুহ থাকে। এই পবিত্র রুহ বহন করার জন্য ফেরেশতারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। অতঃপর ফেরেশতারা আপনার সেই রুহকে জান্নাতি কাপড় ও সুগন্ধি দিয়ে জড়িয়ে উপরের দিকে নিয়ে যাবে। সমস্ত ফেরেশতা আপনার জন্য দু'আ করতে থাকবে। আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে আপনার রুহের খাতিরে। ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে দু'আ করবে যেন এই রুহ তাদের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। রুহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, "এই ভালো আত্মা কে?" সাথের ফেরেশতারা জবাব দেন, "এ অমুকের সন্তান অমুক।"

ফেরেশতারা সমস্ত ভালো ভালো নামে আপনার রুহকে সম্বোধন করবে। এরপর হুকুম হবে—তাকে নিয়ে যাও। যা তার জন্য

প্রস্তুত রেখেছি, তা তাকে দেখিয়ে দাও।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ. كِتَابٌ مَرْقُومٌ. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ

আপনার রুহকে সপ্তম আসমানে নেওয়ার পর আল্লাহ আদেশ দিবেন—আমার এই বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যিনে রেখে দাও। [২০]

বলে নেওয়া ভালো, ইল্লিয়্যিন হলো সাত আসমানের উপরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। যাকে জান্নাতের একটি শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

তারপর সেই রুহকে আবার আপনার দেহে ফিরিয়ে আনা হবে। আপনি কবরের কাছ থেকে আত্মীয়দের চলে যাওয়ার পদধ্বনি শুনবেন।

বিপরীতভাবে, আপনি যদি পাপাচারী বান্দা-বান্দি হন, তবে জান কবজের সময় ভীষণ ভয়ংকর চেহারার ফেরেশতারা আপনার সামনে হাজির হবে। তাদের সাথে থাকবে জাহান্নাম থেকে আনা দুর্গন্ধি কাপড়। এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা আপনার রুহকে হুকুম করবে—হে পাপী আত্মা, আল্লাহর আজাবের দিকে বেরিয়ে আয়!

এমন কথা শুনে, রুহ দেহের ভেতর ছোটাছুটি করতে শুরু করবে। সেই ফেরেশতা তখন আপনার রুহকে দেহ থেকে টেনে বের করে আনবে। ঠিক যেন ভেজা তুলো থেকে কাঁটা বের করে আনার মতো। যার ফলে আপনার দেহের রগগুলো পর্যন্ত ছিঁড়ে যাবে।

এরপর সকল ফেরেশতা আপনাকে লানত দিতে থাকবে। ফেরেশতারা আল্লাহকে ফরিয়াদ জানাবে—আপনার রুহ যেন তাদের সামনে দিয়ে না যায়। অতঃপর ফেরেশতারা জাহান্নামের কাপড়ে পেঁচিয়ে আপনার রুহকে উপরের দিকে নিতে থাকবে। আসমানের অধিবাসীরা দেখে বলবে, "এই পাপী আত্মা কে?" জবাব আসবে, "অমুকের সন্তান তমুক।"

দুনিয়ায় আপনাকে যত মন্দ নামে ডাকা হতো সেসব ধরে এখন ডাকা হবে। আসমানের দরজাগুলো আপনার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। আল্লাহ বলবেন—তাকে নিয়ে যাও। তার জন্য শাস্তির যেসব সরঞ্জাম প্রস্তুত রেখেছি, তা তাকে দেখিয়ে দাও।

[২০] সূরা মুতাফফিফিন: ১৯-২১

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ.

"নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যে পর্যন্ত না সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে।" [২১]

তারপর আপনার আমলনামা সিজ্জিনে রাখা হবে। এবার আপনার রুহকে পুনরায় আপনার দেহে ফেরত পাঠানো হবে। সিজ্জিন হলো, সাত জমিনের নিচে অবস্থিত একটি জায়গা। যাকে জাহান্নামের একটি শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পুরো ঘটনাটাকে যদি সংক্ষেপে বলি—প্রথমে রুহকে আসমানে নিয়ে যাওয়া হবে। আর তার আমলনামার স্থান হবে ইল্লিয়্যিনে বা সিজ্জিনে। তারপর সেখান থেকে তাদেরকে কবরে ফেরত পাঠানো হবে এবং সওয়াল-জওয়াব শুরু হবে।

[২১] সূরা আরাফ: ৪০